জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর
৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর
পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)-এর ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কোম্পানির সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দের উদ্দেশ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রমের উপর পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপনের প্রাক্কালে আমি জেজিটিডিএসএল পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ প্রতিবেদনে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের নিরীক্ষকের প্রতিবেদনসহ কোম্পানির নিরীক্ষিত হিসাব, আর্থিক, প্রশাসনিক, অপারেশনাল ও বিপণন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে, হযরত শাহজালাল (রঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি সিলেটে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে প্রাকৃতিক গ্যাসের আবিষ্কার ও ষাটের দশকে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রথমে পেট্রোবাংলার একটি প্রকল্প হিসেবে এ কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়। পেট্রোবাংলার ব্যবস্থাপনায় ১৯৭৭ সালে হবিগঞ্জ টি ভ্যালী প্রকল্প বাস্তবায়নের পর সিলেট শহর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় গ্যাসের চাহিদা পূরণের অভিপ্রায়ে "সিলেট শহর গ্যাস সরবরাহ প্রকল্প"-এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্প দু'টি একীভূত করার পর ১৯৭৮ সালে সিলেট শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রাহক সেবা কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার অবকাঠামোগত উন্নয়নের পর ১৯৮৬ সালের ১ ডিসেম্বর কোম্পানি আইনের আওতায় জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল) পেট্রোবাংলার অধীনে একটি পূর্ণাঙ্গ কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়, যার বর্তমান অনুমোদিত মূলধন ৫০০ কোটি টাকা।

জালালাবাদ গ্যাস এর আওতাধীন এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য পাইপলাইন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি স্থাপন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে গ্রাহকের দোরগোড়ায় পরিবেশ বান্ধব প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করে দেশের জ্বালানি আমদানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এ কোম্পানি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের পাশাপাশি মুনাফা অর্জনের ধারাবাহিক সাফল্য বজায় রেখেছে।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্বলিত পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র, লাভ-লোকসান হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন আপনাদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

(১) উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

(ক) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প ঃ

মূল্যবান প্রাকৃতিক গ্যাসের অপচয় রোধ, দক্ষ ও কার্যকরী ব্যবহারের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, গ্যাস ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনিটরিং ব্যয় হ্রাসকরণসহ জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত পেট্রোবাংলা এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নির্দেশনায় জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লি: (জেজিটিডিএসএল) এর অধিভুক্ত সিলেট সিটি কর্পোরেশন ও সিলেট সদর উপজেলায় আবাসিক শ্রেণির গ্রাহকদের আঙ্গিনায় প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপনের লক্ষ্যে কোম্পানির নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য "জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ৫০০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ০৮-০২-২০২১ তারিখে বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় অধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ডিপিপি'র ২য় সংশোধন

অনুযায়ী অনুমোদিত ব্যয় ১৪৫৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ১লা জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৪। প্রকল্পের কাজে সার্বিকভাবে সহায়তাকরণের নিমিত্ত স্থানীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডেভেলপমেন্ট টেকনিক্যাল কনসালটেন্টস প্রা: লি: (ডিটিসিএল), ঢাকা এর সাথে ১৪-০৭-২০২১ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রকল্পের মূল কাজ অর্থাৎ ৫০০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং এবং প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারসহ ডাটা সেন্টার, ডাটা রিকভারি সেন্টারসহ নির্মাণ ও কমিশনিং সংক্রান্ত ইপিসি কাজের জন্য কৃতকার্য দরদাতা The consortium of Zenner Metering Technology (Shanghai) Ltd. & Hexing Electrical Co. Ltd., China এর সাথে গত ২৫-০৯-২০২২ তারিখে জেজিটিডিএসএল এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় USD ৮,১১১,৫৫৫.০০ ও স্থানীয় মুদ্রায় ৩৬৫,৬৯৬,০৯১.০০ টাকা। চুক্তি অনুযায়ী অগ্রনী ব্যাংক লি:, লালদীঘির পাড় কর্পোরেট শাখা, বন্দরবাজার, সিলেট কর্তৃক ১৭-১১-২০২২ তারিখে এলসি খোলা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ইপিসি ঠিকাদার ৫০,০০০ প্রিপেইড গ্যাস মিটার সরবরাহ, স্থাপন ও কমিশনিং এবং প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারসহ ডাটা সেন্টার, ডাটা রিকভারি সেন্টারসহ নির্মাণ ও কমিশনিং, মিটার ক্যালিব্রেশন টেষ্ট বেঞ্চ স্থাপন ও কমিশনিং, অ্যাপস তৈরি ইত্যাদি যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করে। প্রিপেইড গ্যাস মিটার মিটারগুলো স্মার্ট টাইপ; জিপিআরএস ও এনএফসি কার্ড যুক্ত। প্রতিটি মিটারে মিটার টু সার্ভার কানেকটিভিটির জন্য জিপি'র ভিপিএন সীম সংযুক্ত রয়েছে। ব্যাংকে সরবরাহকৃত 'পস ডিভাইস' দ্বারা এনএফসি কার্ড সিষ্টেমের সাহায্যে এবং জিপিআরএস প্রযুক্তিতে এমএফএস প্লাটফর্মে (উপায়/রকেট/নগদ/ভিসা ও মাষ্টার কারর্ড) ঘরে বসে অনলাইনে মিটার রিচার্জ সিষ্টেম চালু হয়েছে। টেকনিক্যাল সাপোর্ট সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদের সেবা প্রদান চলমান রয়েছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জেজিজিটিডিএসএল'র এপিএতে ৩৫০০০ প্রিপেইড মিটার স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত শতভাগ লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে (চলতি অর্থবছরে মোট ৪৪,২০০টি মিটার স্থাপন করা হয়েছে)। প্রিপেইড মিটার স্থাপন ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির জন্য বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় প্রচারনাসহ বাড়ি বাড়ি লিফলেট বিতরণ, বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং, ব্যানার স্থাপন, এসএমএস প্রেরণ, জেজিটিডিএসএল ওয়েবসাইট ও ফেইজবুক পেইজে তথ্য সংযোজনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৮.৯৬% এবং সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ১০০%। "ফাংশনাল গ্যারান্টি ও অপারেশনাল একসেপটেন্স টেষ্ট" সম্পন্ন শেষে প্রকল্পটি বুঝে নেয়ার জন্য কমিটির সুপারিশ এবং প্রকল্পের পরামর্শকের মতামতের আলোকে জেজিটিডিএসএল কর্তৃক তা গ্রহণ করে গত ১৫-০৫-২০২৪ তারিখে অপারেশনাল একসেপটেন্স সনদ (OAC) ইস্যু করা হয়। গত ১৬-০৫-২০২৪ তারিখ হতে ০৩ বছর মেয়াদি ওয়ারেন্টি পিডিরড শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদিত সংশোধিত ডিপিপি'র বাস্তবায়নকাল অনুযায়ী ৩০ জুন ২০২৪ এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ওয়েব বেইজড প্রিপেইড মিটারিং সিষ্টেম ও গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত স্মার্ট প্রিপেইড গ্যাস মিটারসমূহ যথাযথ ও সচল রয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রাহকদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্যাস ব্যবহার গড়ে প্রায় ৪০% হ্রাস পেয়েছে; এতে গ্রাহকের আর্থিক সাশ্রয়ের পাশাপাশি গ্যাস আমদানীতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় জেজিটিডিএসএল এ স্থাপিত স্মার্ট প্রিপেইড মিটারিং সিষ্টেম সফলভাবে স্থাপন ও চলমান থাকায় দেশের গ্যাস সেক্টরে প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গর্বিত অংশীদার।

(খ) জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পঃ

জেজিটিডিএসএল সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ ও বিপণন কাজে নিয়োজিত। কোম্পানির বিভিন্ন ধরণের মালামাল বিভিন্ন জায়গায় অপরিকল্পিতভাবে রাখা হয়। ফলে, মালামালের ক্ষতি সাধিত হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন স্থান হতে মালামাল ইস্যু করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ। এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় কোম্পানির যাবতীয় মালামাল যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও বিতরণের মাধ্যমে দ্রুত গ্রাহক সেবা প্রদান এবং অর্থ ও সময়ের অপচয় রোধকল্পে সিলেট শহর সংলগ্ন দক্ষিণ সুরমা এলাকায় ৫.৫০ একর অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়। কোম্পানির ভান্ডার ডিপার্টমেন্টের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অফিস স্পেস নির্ধারণ করত: অফিস ভবন, কেন্দ্রীয় ভান্ডার, পাইপ ইয়ার্ডসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে জেজিটিডিএসএল এর সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে "জেজিটিডিএসএল এর কেন্দ্রীয় ভান্ডার কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের মোট অনুমোদিত ব্যয় ২৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ০১ মার্চ ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগপূর্বক প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান, বিভিন্ন স্থাপনার ডিজাইন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ব্রিক্স এন্ড ব্রিজেস লি:, ঢাকা-এর সাথে গত ১১ জুন ২০২৪ তারিখে পৃথক দুইটি (পূর্ত-৩ ও পূর্ত-৪) কাজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পূর্ত কাজসমূহ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে মোট ৪৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে মোট ৮৫০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৪৭০.০০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৯.৩০%। বর্তমানে বাস্তব অগ্রগতি ২৫.০০%। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের যাবতীয় কাজ সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় শিল্প শ্রেণির গ্রাহক বরাবর গ্যাস সংযোগ প্রদানের নিমিত্ত সম্পূর্ণ গ্রাহক অর্থায়নে ২ ইঞ্চি ব্যাসের ৫৮ মিটার, ৩ ইঞ্চি ব্যাসের ১৬০ মিটার, ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ৫৭ মিটার এবং ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৫,৪৬৫.৮০ মিটারসহ সর্বমোট ৫,৭৪০.৮০ মিটার গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) গ্রাহক সংযোগ ঃ

কোম্পানির উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বাজেটে গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৭টি। আলোচ্য অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৫টি ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং ৯টি শিল্পসহ মোট ১৪জন গ্রাহককে গ্যাস সংযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ১০০% বেশী। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে কোম্পানির ক্রমপুঞ্জিত মোট গ্রাহক গ্যাস সংযোগ দাঁড়িয়েছে ২,২১,১৫৬ টি।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রদত্ত নতুন সংযোগ এবং ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হলোঃ

খাত	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত সংযোগ	স্থায়ী বিচ্ছিন্ন	৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত সংযোগ সংখ্যা
সার কারখানা	-	-	-	১
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	-	-	-	১৯
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	৩	৫	-	১৩৬
সি এন জি	-	-	-	৫৯
শিল্প	৪	৯	-	১৩৯
চা-বাগান	-	-	-	১০০
বাণিজ্যিক (হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	-	-	-	১,২১৭
আবাসিক	-	-	-	২,১৯,৪৮৫
মোট	**৭**	**১৪**	-	**২,২১,১৫৬**

(ঙ) পূর্ত নির্মাণ কাজ ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (i) ১৭.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় গ্যাস ভবনের ৫ম তলাতে ফ্লোর টাইলস স্থাপন, রংকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজ; (ii) ৪০.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোম্পানির প্রধান কার্যালয় গ্যাস ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের জন্য কক্ষ নির্মাণ; iii) ১৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আবিকা শ্রীমঙ্গলস্থ অফিসার্স কোয়ার্টারের ৩টি ফ্ল্যাট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং টিবিএস-এ যাতায়াতের জন্য রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, স্থাপিত পাইপলাইনসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে পাইপলাইনসমূহের রুট বরাবর মার্কার পোস্ট স্থাপন কাজও চলমান রয়েছে।

(২) বিপণন কার্যক্রম ঃ

(ক) গ্যাস ক্রয় ঃ

কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্যাস ক্রয়ের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৪১২৪.০০০ এমএমসিএম এর বিপরীতে ৩৯৪৪.৮২৪ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করেছে। আলোচ্য অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) এর নিকট থেকে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৫৪.৬৬১ ও ৪৮৩.২৮৪ এমএমসিএম অর্থাৎ জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র হতে মোট ৮৩৭.৯৪৫ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। পেট্রোবাংলার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) এর জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড, বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড ও মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড থেকে যথাক্রমে ১২৮৫.২২৬, ১৬৯৬.৮৮১ ও ১২৪.৭৭২ এমএমসিএম অর্থাৎ মোট ৩১০৬.৮৭৯ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। জাতীয় গ্যাস ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি (আইওসি) হতে সর্বমোট ৩৯৪৪.৮২৪ এমএমসিএম গ্যাস ক্রয় করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সরকারি মালিকানাধীন গ্যাস উৎপাদনকারী

কোম্পানিসমূহ এবং আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানিসমূহের নিকট হতে গ্যাস ক্রয়ের অনুপাত দাঁড়িয়েছে ২১ ঃ ৭৯, যা নিম্নে ছক আকারে উল্লেখ করা হলোঃ

পরিমাণ ঃ এমএমসিএম

সরকারি/আইওসি	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২৩-২০২৪		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত ক্রয়	
সরকারি	বিজিএফসিএল	৩৫৭.০০০	৩৫৪.৬৬১	পেট্রোবাংলা কর্তৃক জেজিটিডিএসএল-এর দৈনন্দিন গ্যাস বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় গ্যাস ক্রয় হ্রাস পেয়েছে।
	এসজিএফএল	৫৬০.০০০	৪৮৩.২৮৪	
	মোট	**৯১৭.০০০**	**৮৩৭.৯৪৫**	
আইওসি	জালালাবাদ গ্যাস ফিল্ড	১০০৫.৪৮২	১২৮৫.২২৬	
	বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড	২০৬৫.৭১০	১৬৯৬.৮৮১	
	মৌলভীবাজার গ্যাস ফিল্ড	১৩৫.৮০৮	১২৪.৭৭২	
	মোট	**৩২০৭.০০০**	**৩১০৬.৮৭৯**	
সর্বমোট		**৪১২৪.৭৬০**	**৩৯৪৪.৮২৪**	

(খ) গ্যাস বিক্রয় ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা মোট ৪০৬২.০১০ মিলিয়ন ঘনমিটারের বিপরীতে ৩৯৪৪.৮২৪ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস ক্রয় করে ৩৯১৭.৮২৮ মিলিয়ন ঘনমিটার গ্যাস বিপণন করা হয় এবং রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৬৯৮৭.৩৫ কোটি টাকার বিপরীতে প্রকৃত রাজস্ব আয় হয় ৬৯৬৮.৭৫ কোটি টাকা, যার খাতওয়ারী বিভাজন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

আয়তন ঃ এমএমসিএম ও মূল্য ঃ কোটি টাকা

গ্রাহক শ্রেণী	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের গ্যাস বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা		২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রকৃত বিক্রয়	
	আয়তন	মূল্য	আয়তন	মূল্য
সার কারখানা	৩৪২.৬৫০	৫৪৮.২৫	২৬৩.৮৮১	৪২২.২২
বিদ্যুৎ (পিডিবি)	২৮৪৯.৬০০	৩৯৮৯.৪৪	২৬৯৫.৪৭৬	৩৮৯৩.১৯
ক্যাপটিভ বিদ্যুৎ	২৫৯.১৫০	৭৭৭.৪৩	২৯৪.৯০৮	৮৫৬.৫০
সি এন জি	১২৮.৩৪০	৪৪৯.২২	১৩৯.৬৪৫	৪৮৮.৭৬
শিল্প	২৯৮.৯৩০	৮৯৬.৭৮	৩২১.৯৮১	৯৪৪.৯৪
চা বাগান	২৮.৩২০	৩৩.৮০	৩২.৬৭৭	৩৮.৯৮
বাণিজ্যিক (হোটেল,রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	১০.৭২০	৩২.৭০	১৫.৫৮০	৪৭.৫২
গৃহস্থালি	১৪৪.৩০০	২৫৯.৭৩	১৫৩.৬৮০	২৭৬.৬২
মোট	**৪০৬২.০১০**	**৬৯৮৭.৩৫**	**৩৯১৭.৮২৮**	**৬৯৬৮.৭৫**

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় প্রকৃত গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ তুলনামুলক হ্রাস পায়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পেট্রোবাংলা কর্তৃক দৈনন্দিন গ্যাস বরাদ্দ নিয়ন্ত্রণ করায় এবং সার-কারখানা ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ কারিগরি ত্রুটির কারণে বন্ধ থাকায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় গ্যাস বিক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

(গ) সিস্টেম লস ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কোম্পানির সিস্টেম লস ০.৬৮%-এ সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়েছে, যা নিম্নে ছক আকারে উল্লেখ করা হলোঃ

গ্যাস ক্রয়		গ্যাস বিক্রয়		সিস্টেম লস
১	২	৩	৪	৫={(১-৩)/১}×১০০
পরিমাণ (এমএমসিএম)	টাকা (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (এমএমসিএম)	টাকা (কোটি টাকায়)	শতকরা হার (%)
৩৯৪৪.৮২৪	৬৭৩৩.২৪	৩৯১৭.৮২৮	৬৯৬৮.৭৫	০.৬৮

(ঘ) গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ কার্যক্রমঃ

কোম্পানির রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও পুনঃসংযোগ প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। গ্যাস বিল বকেয়া থাকার কারণে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে শিল্প শ্রেণিতে ০৬ টি, চা-শিল্প (চা-বাগান) ০৭ টি, বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য) আওতায় ৩২টি, ক্যাপটিভ ০৫টি, আবাসিক ১,২১২ টিসহ মোট ১,২৬২ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়, যাদের নিকট পাওনা অর্থের পরিমাণ ছিল ১০৩৪.৪৭ লক্ষ টাকা। বিচ্ছিন্নকৃত গ্রাহকদের নিকট হতে ৩১৬.৫৬ লক্ষ টাকা আদায়পূর্বক ০২ টি শিল্প, ০১টি ক্যাপটিভ, ১৩ টি বাণিজ্যিক এবং ১,০০৮ টি আবাসিকসহ সর্বমোট ১,০২৪ জন গ্রাহককে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়, যার বিবরণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

গ্রাহক শ্রেণি	অর্থবছর ২০২৩-২০২৪			
	সংযোগ বিচ্ছিন্ন		পুনঃসংযোগ	
	সংখ্যা	পাওনা অর্থের পরিমান	সংখ্যা	আদায়কৃত অর্থের পরিমান
শিল্প	০৬	৫৯৫.০৯	০২	১২৭.০২
চা-শিল্প (চা-বাগান)	০৭	৮৯.৭৮	–	–
বাণিজ্যিক (হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য)	৩২	৩১.০৯	১৩	১৬.৩৯
ক্যাপটিভ	০৫	১২৯.৮৭	১	১৯.৩০
আবাসিক	১২১২	১৮৮.৬৪	১,০০৮	১৫৩.৮৫
মোট	১,২৬২	১০৩৪.৪৭	১,০২৪	৩১৬.৫৬

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বকেয়ার জন্য ১২৬২টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় এবং ১০২৪ টি পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়। গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০১৪ এর আলোকে গ্রাহকগণ অবশিষ্ট ২৩৮টি গ্যাস সংযোগ পরবর্তী এক বছরের মধ্যে সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করতঃ পুনঃসংযোগ গ্রহণ করতে পারবে, অন্যথায় রাইজার কিলিংসহ স্থায়ীভাবে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

(ঙ) অনলাইন বিলিং পদ্ধতি চালুকরণ ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানির অধিভুক্ত সিলেট বিভাগের আওতাধীন গ্যাস গ্রাহকগণের নিকট হতে অনলাইনে গ্যাসবিল আদায়ের উদ্দেশ্যে কোম্পানিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহ চালু করা হয়েছে:

- মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করে অনলাইনে অর্থাৎ মোবাইলের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে যে কোন ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত ভিসা/মাস্টার লগো সম্বলিত ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ব্যাংকে গমন ব্যতীতই যে কোন সময় গ্রাহকগণের গ্যাস বিল পরিশোধ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- বিকাশ লিঃ, শিওর ক্যাশ, অগ্রণী দুয়ার সার্ভিসেস, রকেট এবং ওকে ওয়ালেট এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাসবিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- মোবাইল ফোন অপারেটর গ্রামীণ ফোন লিমিটেড এর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস Gpay এবং রবি আজিয়াটা লিমিটেড এর নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস Robi Cash এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাসবিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর ইউনিফাইড পেমেন্ট সিস্টেম একপে (Ekpay) এর মাধ্যমে রিয়েল টাইম গ্যাসবিল আদায় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
- ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, ওয়ান ব্যাংক লিঃ ও এনআরবি ব্যাংক এর মাধ্যমে Application Programming Interface (API Based) রিয়েল টাইম গ্যাসবিল পরিশোধ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।এছাড়াও কোম্পানির নিজস্ব মোবাইল অ্যাপস এর মাধ্যমে কোম্পানির গ্যাস গ্রাহকগণের গ্যাসবিল আদায় প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

(৩) আর্থিক কার্যক্রম ঃ

আমি এখন কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রমের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি।

(ক) আয় ও ব্যয় ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানি গ্যাস বিপণন বাবদ ..... কোটি টাকা এবং অন্যান্য আয় বাবদ ..... কোটি টাকাসহ মোট ..... কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে। অপরদিকে, গ্যাস ক্রয় বাবদ ..... কোটি টাকা, বিভিন্ন মার্জিন ও অপারেটিং খরচ বাবদ ..... কোটি টাকাসহ ..... কোটি টাকা পরিচালন বাবদ ব্যয় করে কোম্পানি মোট ..... কোটি টাকা কর-পূর্ব ও ..... কোটি টাকা করোত্তর নীট মুনাফা অর্জন করেছে।

(খ) সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাদান ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানি ডিএসএল বাবদ ..... কোটি, লভ্যাংশ বাবদ ..... কোটি, আয়কর বাবদ ..... কোটি ও আমদানি শুল্ক বাবদ ..... কোটি টাকাসহ মোট ..... কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করেছে।

(গ) হুইলিং চার্জ ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জিটিসিএল, স্পার লাইন (পেট্রোবাংলা) এবং তিতাস গ্যাস-এর সঞ্চালন পাইপলাইনের মাধ্যমে অত্র কোম্পানির আওতাভুক্ত এলাকায় সরবরাহকৃত গ্যাসের হুইলিং চার্জ বাবদ ..... কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঘ) তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) চার্জ ঃ

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) আমদানির বিপরীতে মূল্য পরিশোধের জন্য ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে LNG চার্জ হিসেবে ..... কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঙ) গ্যাস উন্নয়ন তহবিল (GDF) ঃ

গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে নিয়োজিত কোম্পানিসমূহের মজুদ/উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত খাতে মোট ..... কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

(চ) জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল (ESF) ঃ

জ্বালানি ব্যবহার ও সরবরাহে নিরাপত্তা বিধানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ১ সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে জ্বালানি নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা হয়। আলোচ্য অর্থবছরে উক্ত তহবিলে মোট ..... কোটি টাকা রাখা হয়েছে।

(৪) বকেয়া রাজস্ব ঃ

কোম্পানির সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের নিকট জুন ২০২৪ পর্যন্ত গ্যাস বিল বাবদ পাওনা অর্থের পরিমাণ ৫৬৪৬.০৪ কোটি টাকা, যা ৯.৩০ মাসের গড় বিলের সমতুল্য। কোম্পানির গ্রাহক শ্রেণী ভিত্তিক বকেয়ার পরিমাণ নিম্নের সারণীতে উপস্থাপন করা হলোঃ

কোটি টাকায়

গ্রাহক শ্রেণী	সরকারি/আধাসরকারি ২০২৩-২০২৪	বেসরকারি ২০২৩-২০২৪	মোট বকেয়া ২০২৩-২০২৪	মাসিক গড় বিক্রয় ২০২৩-২০২৪	গড় বকেয়া মাস ২০২৩-২০২৪
বিদ্যুৎ	২৭৯০.০১	১৩৯৪.৬৯	৪১৮৪.৭০	৩৭২.০৭	১১.২৫
ক্যাপটিভ পাওয়ার	০.০৩	১৬৬.০৪	১৬৬.০৭	৭৮.০৮	২.১৩
সারকারখানা	৭৯৪.৫৯		৭৯৪.৫৯	৬.০৮	২৬.০০
শিল্প	০.০৫	৩৭১.২০	৩৭১.২৫	৮১.০৬	৪.৫৮
চা বাগান		৬.৭৬	৬.৭৬	২.৬৯	২.৫১
সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন		৪৯.১৫	৪৯.১৫	৪০.৯৪	১.২০
হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য		৩৬.৮৫	৩৬.৮৫	৩.৫৯	১০.২৬
আবাসিক	৮.৩০	২৮.৩৭	৩৬.৬৭	২২.৪৮	১.৬৩
মোট	৩৫৯২.৯৮	২০৫৩.০৬	৫৬৪৬.০৪	৬০৬.৯৯	৯.৩০

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর শেষে বকেয়া স্থিতির পরিমান ৫৬৪৬.০৪ কোটি টাকা। উক্ত বকেয়া অর্থের মধ্যে বিদ্যুৎ শ্রেণীর বকেয়া ৪১৮৪.৭০ কোটি, সারকারখানার বকেয়া ৭৯৪.৫৯ কোটি, সরকারি দপ্তর/সংস্থার বকেয়া ৮.৩০ কোটি, লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিঃ ও চুনাকারখানাসমূহের নিকট মামলাজনিত বকেয়া (৫৭.৮৩ + ১৮.৩৫)=৭৬.১৮ কোটি, লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লি:-এর ট্যারিফ তারতম্যজনিত বকেয়া ২৭০.০৪ কোটি এবং অন্যান্য শ্রেণীর বকেয়া ৩২০.৫৩ কোটি টাকা , যা ১.৫৮ মাসের গড় বিলের সমতুল্য।

(৫) অপারেশনাল কার্যক্রম ঃ

(ক) ক্যাথডিক প্রটেকশন (সিপি) উন্নয়ন, মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

জেজিটিডিএসএল-এর উচ্চচাপ বিশিষ্ট পাইপলাইনসহ বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত বিতরণ পাইপলাইন-এর ক্ষয়রোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা এবং নিরাপদ গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণের জন্য ক্যাথডিক প্রটেকশন সিস্টেমের সঠিক পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জেজিটিডিএসএল গ্যাস নেটওয়ার্ক-এর বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত ৩৯ (ঊনচল্লিশ)টি সিপি স্টেশন নিয়মিত পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে সচল রাখা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত, সিপি সিস্টেমের উন্নয়নের লক্ষ্যে চলতি অর্থ বছরে ৮ টি নতুন টেস্ট পোস্ট স্থাপন করা হয়েছে।

(খ) গ্যাস স্টেশন রক্ষণাবেক্ষণ কাজ ঃ

জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন ০২ (দুই)টি টিবিএস, ৪১ (একচল্লিশ) টি ডিআরএস ও ২০ (বিশ) টি সিএমএস আছে। আলোচ্য টিবিএস এবং ডিআরএস এর মাধ্যমে ১৭ (সতের) টি আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ করা হয়। বর্ণিত টিবিএস ও ডিআরএস সমূহের স্থাপিত সকল সরঞ্জামাদির রুটিন পরীক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, ইভিসিযুক্ত টারবাইন মিটার কনফিগারেশন, মনিটরিং ও ডাটা ডাউনলোডসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করা হয়। একই সাথে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন পাইপলাইন নেটওয়ার্কে অডোরেন্ট চার্জ করা হয়। বছর ব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণির নতুন গ্রাহকদের গ্যাস সংযোগের জন্য আরএমএস কমিশনিং করা হয় এবং টাই-ইন কাজে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ১.৫ MMCFD বা তার বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন গ্যাস ব্যবহারকারী শিল্প ও বাণিজ্যিক শ্রেণির গ্রাহকদের প্রতিষ্ঠানে আরএমএস নির্মাণ কাজ তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

(গ) পাইপলাইন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজ ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পাইপলাইন মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিস্থাপন কাজের আওতায় বিভিন্ন স্পটে ১" ব্যাসের ২,১৬৫.৯৩ মিটার, ২" ব্যাসের ২,৪৩৮.০০ মিটার, ৩" ব্যাসের ৯.১৩ মিটার, ৪" ব্যাসের ৪৪৪৩.০০ মিটার, ৬" ব্যাসের ৮৫২.০০ মিটার, ও ৮" ব্যাসের ৪৪১.০০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট ১০,৩৪৯.০৭ মিটার বিভিন্ন ব্যাসের পাইপলাইন প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) মিটার সিলিং ও ক্যালিব্রেশন কাজ ঃ

জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন বিভিন্ন আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় হতে প্রেরিত পত্রের প্রেক্ষিতে গ্রাহক আঙ্গিনায় স্থাপিত মিটার/গ্যাস সরঞ্জামাদি সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতে টাইটেনিয়াম পুটি এবং ক্ষেত্র বিশেষে পেপার সিল দ্বারা সিলিং/রি-সিলিং করা হয়। কোম্পানির ১৬ (ষোল)টি স্টেশনে স্থাপিত অরিফিস/টারবাইন মিটারসমূহের সংযুক্ত চার্ট রেকর্ডার ও ট্রান্সমিটার ক্যালিব্রেশন জিটিসিএল এবং গ্যাস ফিল্ডসমূহের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সিডিউল মোতাবেক সম্পাদন করা হয়। এছাড়াও, জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন বিভিন্ন সিএমএস, টিবিএস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে স্থাপিত অরিফিস/টারবাইন মিটারসমূহে সংযুক্ত রেকর্ডার-এর ক্যালিব্রেশনও করা হয়। অন্যদিকে, স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত বিভিন্ন মালামাল যেমন সার্ভিস টি, লক-উইং-কক, লক-উইং-বুশ, রেগুলেটর, রিপেয়ার ক্ল্যাম্প ইত্যাদির গুনগতমান যাচাই এবং বিভিন্ন টাইপের মিটারের সঠিকতা পরীক্ষা কুচাইস্থ কোম্পানির নিজস্ব ওয়ার্কশপে করা হয়ে থাকে।

(৬) প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং সৌহার্দমূলক পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যে সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিবরণী নিম্নরূপঃ

(ক) সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল ঃ

কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৩ অনুযায়ী ৫১৬ জন কর্মকর্তা ও ৪০৮ জন কর্মচারিসহ সর্বমোট ৯২৪ জন লোকবলের বিপরীতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কর্মরত কর্মকর্তা ২৬৫ জন এবং কর্মচারি ১৬৩ জনসহ কোম্পানিতে স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির সংখ্যা মোট ৪২৮ জন, যার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

অর্থবছর	কর্মকর্তার সংখ্যা			কর্মচারির সংখ্যা			মোট কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
২০২৩-২০২৪	২৪২	২৩	২৬৫	১৫০	১৩	১৬৩	৩৯২	৩৬	৪২৮

এতদ্ব্যতীত, কোম্পানির অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো এবং পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তের আলোকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত নিরাপত্তা কর্মী ৩৩৭ জন (আনসারসহ), ৪র্থ শ্রেণি পদে ১৩৬ জন এবং ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদে অস্থায়ী কর্মচারি ৬৫ জনসহ মোট নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা ৫৩৮ জন। সে হিসেবে কোম্পানিতে কর্মরত স্থায়ী, অস্থায়ী ও আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োজিত সর্বমোট জনবল (৪২৮ + ৫৩৮) = ৯৬৬ জন।

(খ) লোকবল নিয়োগ ঃ

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন (পেট্রোবাংলা) ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমুহের ৯ম ও ১০ম গ্রেডে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম পেট্রোবাংলার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পাদনের নির্দেশনা রয়েছে। তদপ্রেক্ষিতে জেজিটিডিএসএল-এ অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো-২০২৩ এবং চাকুরী প্রবিধানমালার তফসিল অনুযায়ী নিয়োগযোগ্য ৯ম গ্রেড-এ ৪৩ টি (প্রশাসন-১৫, অর্থ-১৩, কারিগরি-১৫) এবং ১০ম গ্রেডে ৫১টি (প্রশাসন-১৮, অর্থ-১৪, কারিগরি-১৯) সহ মোট ৯৪টি শূন্যপদে লোকবল নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

জেজিটিডিএসএল-এর ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আলোকে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জন্য প্রণীত স্থানীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী (এনএপিডি) এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানীয় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ৭১টি স্থানীয় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা এবং কোম্পানিতে অনুষ্ঠিত ১৩টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণসহ মোট ৮৪টি প্রশিক্ষণে ৯৪২ জন কর্মকর্তা ও ১২৬ জন কর্মচারিসহ সর্বমোট ১০৬৮ জন স্থানীয়/ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, কাজের স্বার্থে একই কর্মকর্তা ও কর্মচারি একাধিকবার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ১৬ মে, ২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১২৬. ৩১.০০১.১৯-৭৬ সংখ্যক পরিপত্র অনুযায়ী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সকল বৈদেশিক ভ্রমণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার স্থগিত করায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কোন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেননি।

(ঘ) কল্যাণমূলক কার্যক্রমঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

আমি এখন কোম্পানির কল্যাণমূলক কার্যক্রমের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কোম্পানি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নিম্নোক্ত শিক্ষা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেঃ

(i) শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের সন্তানদের লেখাপড়ায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কোম্পানির শিক্ষা বৃত্তি স্কীমের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য ১৭জন, উচ্চ মাধ্যমিক/সমমান পরীক্ষায় ২৪ জনসহ মোট ৪১ (একচল্লিশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

(ii) ঋণ প্রদান কর্মসূচি ঃ

কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কল্যাণের লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ১৫৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে গৃহনির্মাণ ঋণ বাবদ ২৩.২৯ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, তথ্য-প্রযুক্তি প্রসারে সরকারি নীতিমালার আলোকে আলোচ্য অর্থবছরে ৩ জন প্রথম শ্রেণি (গ্রেড-৯ ও তদুর্ধ্ব) পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ১.৮০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(iii) করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR)ঃ

কোম্পানির ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটে করপোরেট সোস্যাল রেসপনসিবিলিটি (CSR) খাতে ৭০.০০ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট অর্থবছরে CSR খাত হতে ২১.০০ লক্ষ টাকা জালালাবাদ গ্যাস বিদ্যানিকেতন-এর ফান্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাছাড়া, বর্ণিত অর্থবছরে বিভিন্ন ধর্মীয়, শিক্ষা, সামাজিক ও প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সহায়তা বাবদ এ খাত হতে মোট ৪৮.২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(iv) কর্মকর্তা-কর্মচারি ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক উন্নয়নঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে কোম্পানির পক্ষ হতে বিভিন্ন জাতীয় দিবস যথাঃ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মিলাদ মাহফিল যথাযোগ্য মর্যাদা, ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক সন্তোষজনক।

(৭) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণঃ

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)ঃ

সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির আওতায় (Government Performance Management System) বর্তমান সরকারের বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন এবং কোম্পানির কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গত ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলার সাথে জালালাবাদ গ্যাসের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর হতে পেট্রোবাংলার সাথে জেজিটিডিএসএল এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে আসছে এবং এর বিপরীতে অর্জিত সাফল্য যথাসময়ে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা

হচ্ছে। গ্যাস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, গ্যাস সংযোগ, গ্যাস বিল বকেয়া হ্রাসকরণ, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, বেসরকারি বিনিয়োগ বিকাশে পদক্ষেপ গ্রহণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, পাইপলাইন নির্মাণ/স্থাপন রক্ষণাবেক্ষণসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা ও সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং তা বাস্তবায়ন চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদসংক্রান্ত কাজের অগ্রগতি তদারকির নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক এপিএ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ তদারকি এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথারীতি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে, সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের আওতায় কোম্পানির কর্মপরিবেশ, নৈতিকতা, নিরীক্ষা, ই-ফাইলিং, গ্রাহক সেবার মান-উন্নয়ন, উদ্ভাবনী উদ্যোগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, অনলাইন সেবা চালুকরণ ইত্যাদি বিষয়সমূহ এপিএ-তে অন্তর্ভুক্ত থাকায় তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জেজিটিডিএসএল-এর অর্জিত নম্বর ১০০-এর মধ্যে ..... ।

(খ) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ঃ

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ই-গভর্ণ্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ প্রণয়ন করা হয়। এতে মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা/সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নের কথা বলা হয়। এ লক্ষ্যে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড এর ইনোভেশন টিম ও আইডিয়া মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বিগত অর্থবছরে কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ থেকে সেরা ০৭ (সাত) টি উদ্ভাবনী ধারণা বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই ৭টি উদ্ভাবনী ধারণা এবং বিগত বছরসমূহে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ নিয়ে গত ২৮ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে একটি ইনোভেশন শোকেসিং আয়োজন করা হয়। প্রদর্শিত ধারণাসমূহের মধ্য থেকে "শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার এবং চা বাগান শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য অনলাইন গ্যাস সংযোগ আবেদন" শীর্ষক ধারণাটি বাস্তবায়ন করা হয়। গত ১২ মার্চ ২০২৪ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ইতোপূর্বে উদ্ভাবিত/সহজিকৃত/ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হয় এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তা হালনাগাদ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের অফিসের ক্ষেত্রে ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নোটের সংখ্যা মোট নোটের কমপক্ষে ৮০% হতে হবে মর্মে কর্মপরিকল্পনাতে উল্লেখ করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে জেজিটিডিএসএল এর ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত নোটের সংখ্যা মোট নোটের ৯৩.৭৮% ছিল।

মাঠ পর্যায়ের অফিসের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণের বিষয়ে কর্মপরিকল্পনায় উল্লেখ ছিল এবং এ লক্ষ্যে জেজিটিডিএসএল এর তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদকরণ করা হয় ও এ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। এছাড়া, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ বিষয়ক জেজিটিডিএসএল এ ০২ (দুই) টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন গত ০৩ জুলাই ২০২৪ তারিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত, কোম্পানির ইনোভেশন টিমের নিয়মিত ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের নিমিত্ত কোম্পানির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিকট থেকে উদ্ভাবনী ধারণা আহ্বান করা হয়েছে।

(গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ঃ

সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানিতে নৈতিকতা কমিটি রয়েছে। কমিটি কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো অনুযায়ী ১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৩), ২য় কোয়ার্টার (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০২৩), ৩য় কোয়ার্টার (জানুযারি-মার্চ, ২০২৪) ও ৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন, ২০২৪) এর অগ্রগতি ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন যথাযথ প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভাসহ কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের অংশগ্রহণে অফিস আঙ্গিনা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান, দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ক র‍্যালী, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, ই-গভর্ণ্যান্স ও সেবার মান উন্নীতকরণ, গ্রাহক সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, জবাবদিহীতা শক্তিশালীকরণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কোম্পানির বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহক/অংশীজনদের সাথে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেবা গ্রহিতাদের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক অংশীজন সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া, কোম্পানি কর্তৃপক্ষের সাথে গ্রাহকদের সরাসরি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের পরামর্শ ও সমস্যাদি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার প্রণীত 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১' অনুসরণে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে গ্রেড-৩ হতে গ্রেড-৯ ভুক্ত ৩ (তিন) জন এবং গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬ ভুক্ত ৩(তিন) জন কর্মচারিকে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

(৮) পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

জালালাবাদ গ্যাস-এর সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং বিভিন্ন গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনসহ নতুন পাইপলাইন ও গ্যাস নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র নির্মাণ/স্থাপন কাজ সম্পাদনকালে পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি ও কোম্পানির আদেশ-বিনির্দেশ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা-১৯৯১ (সংশোধনীসহ) অনুসৃত হয়। এছাড়া, আবাসিক শ্রেণীর গ্রাহক ব্যতীত অন্যান্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক গ্যাস সংযোগ প্রক্রিয়াকরণ তথা সংযোগ প্রদান করা হয়। শিল্পে গ্যাস সংযোগের ক্ষেত্রে কো-জেনারেশন, ট্রাইজেনারেশন পদ্ধতি এবং বিদ্যুতের ক্ষেত্রে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্টকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার ও পরিবেশ দূষণ রোধ হচ্ছে। তাছাড়া, শিল্প কলকারখানায় স্থাপিত গ্যাস স্থাপনাসমূহে সর্বোত্তম গ্যাস ব্যবহারের লক্ষ্যে নিয়মিত এনার্জি অডিটর নিয়োগ করত: এনার্জি অডিট সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

গ্যাস সংযোগ প্রদান ও জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের সময় বাতাসে গ্যাসের নিঃসরণ যথাসম্ভব ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখা হয়, এতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সাশ্রয় ও পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হয়। এছাড়াও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে কোম্পানির বিভিন্ন আঙ্গিনায় বিদ্যমান বিভিন্ন প্রজাতির বৃক্ষাদির নিয়মিত পরিচর্যা ও রোপন করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংঘটিত দুর্ঘটনা ও গ্যাস লিকেজের পরিসংখ্যান নিম্নবর্ণিত ছকে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক নং	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার বিবরণ	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সংঘটিত দুর্ঘটনার বিবরণ	দুর্ঘটনা/অনুঘটনার কারণ
১।	অগ্নি দুর্ঘটনা	৫৮	বজ্রপাত, সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক ও রাইজার হতে লিকেজ এবং গ্রাহকের অসচেতনতা।
২।	গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ক-এ লিকেজের সংখ্যা	২৯৮	
৩।	রাইজার হতে লিকেজের সংখ্যা	১৪৬৯	
৪।	গ্রাহক আঙ্গিনাতে লিকেজের সংখ্যা	৬২৪	
৫।	অন্যান্য	৯	
	মোট	২৪৫৮	

কোম্পানিতে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধকল্পে অগ্নি নির্বাপক মহড়ার আয়োজন করা হয়েছে। কোম্পানি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বিগত ১০ মার্চ, ২০২৪ তারিখে অত্র কোম্পানিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট-এর সহায়তায় এবং এনভায়রনমেন্ট এ্যান্ড সেইফটি ডিপার্টমেন্ট, কন্সট্রাকশন ডিভিশনের আয়োজনে দিনব্যাপী অগ্নি নির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয় । ফগার মেশিনের মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে ধোঁয়া সৃষ্টি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর সাঁজোয়া জানের উপস্থিতিতে কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ে একটি বাস্তবিক অগ্নি নির্বাপন মহড়া, উদ্ধার অভিযান এবং আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের মহড়া প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। একই সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, সিলেট-এর সহায়তায় ৩০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অগ্নি নির্বাপন বিষয়ে প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়।

জেজিটিডিএসএল-এর আওতাধীন এলাকায় পোর্টেবল গ্যাস ডিটেকটরের মাধ্যমে ডিআরএস, সিএমএস, টিবিএস ও ৬৫.৮৬২ কিলোমিটার বিতরণ পাইপলাইনে ছিদ্র জরীপ করে ৪৮ টি লিকেজ এবং গ্রাহক ভিত্তিক (গৃহস্থালী, বাণিজ্যিক, শিল্প, ক্যাপটিভসহ সকল শ্রেণীর গ্রাহকদের) ছিদ্র জরীপ করে ২৮২ টি লিকেজ সনাক্তকরণ ও মেরামত করা হয়। তাছাড়া কোম্পানির আওতাধীন এলাকায় ২০২৩-২০২৪ মেয়াদে বিদ্যমান পুরাতন/ ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন ব্যাসের মোট ৬৫৬০.৮২ মিটার গ্যাস পাইপলাইন প্রতিস্থাপন করে গ্যাস লিকেজ রোধ, পরিবেশে কার্বন (CO_2) নিঃসরণ হ্রাসকরণ এবং ওজন স্তরের ভারসাম্য রক্ষায় অত্র কোম্পানি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

(৯) অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

(ক) EVC মিটার স্থাপন ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারকারী বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকের জন্য গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ নিরূপণে বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষমতার ড্রায়াফ্রাম মিটার, রোটারী মিটার, টারবাইন মিটার, অরিফিস মিটার ইত্যাদি স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রাহকদের আঙ্গিনায় স্থাপিত সাধারণ মিটারের পরিবর্তে EVC (Electronic Volume Corrector) যুক্ত মিটার দ্বারা প্রবাহিত গ্যাসের তাৎক্ষণিক চাপ ও তাপমাত্রা এবং Super Compressibility Factor বিবেচনাক্রমে গ্যাস প্রবাহ/ব্যবহারের সঠিক পরিমাণ পাওয়া সম্ভব হয়। EVC যুক্ত মিটারের মাধ্যমে প্রবাহিত গ্যাসের তাপ ও চাপ সার্বক্ষণিক রেকর্ড করা সম্ভব হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে জেজিটিডিএসএল-এর অধিভূক্ত এলাকায় সিএনজি শ্রেণিতে ৭ (সাত)টি, শিল্প শ্রেণিতে ৪ (চার)টি ও ক্যাপটিভ শ্রেণিতে ৫ (পাঁচ)টিসহ মোট ১৬ টি নতুন ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং জুন ২০২৪ পর্যন্ত কোম্পানির অধিভূক্ত এলাকায় বিভিন্ন শেণির গ্রাহকদের আরএমএস-এ সর্বমোট ১০০টি EVC মিটার স্থাপিত আছে। ইভিসিযুক্ত মিটার স্থাপনের ফলে গ্যাসের তাৎক্ষণিক প্রবাহ পর্যবেক্ষন করা সম্ভব হয় বিধায় গ্রাহকের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) ভিজিল্যান্স কার্যক্রম ঃ

ভিজিল্যান্স ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক অবৈধ পাইপলাইন, অবৈধ/অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম ব্যবহার, অনুমোদনের অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহার, মিটার টেম্পারিং বা বিধি বহির্ভূত গ্যাস ব্যবহার জনিত যেকোন ধরনের অনিয়ম রোধে নিয়মিত গ্রাহক আঙ্গিনা পরিদর্শন, অবৈধ/অননুমোদিত গ্রাহকের অপরাধ চিহ্নিত করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। এছাড়া, গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০১৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কার্যকরী ভূমিকা পালন করে কোম্পানির System Loss রোধসহ জরিমানা ও সকল পাওনাদী আদায় স্বাপেক্ষে গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয় (আবিকা) কর্তৃক গ্যাস পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

গত ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে অননুমোদিত গ্যাস সংযোগ ও সরঞ্জাম ব্যবহার, অনুমোদন অতিরিক্ত লোডে গ্যাস ব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়মের কারনে ৫২ টি গৃহস্থলী, ১৩টি বানিজ্যিক ও ০১ টি চা-বাগানসহ মোট ৬৬ জন গ্রাহকের গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে গ্যাস বিপণন নিয়মাবলী-২০১৪ অনুযায়ী জরিমানা ও অন্যান্য পাওনাদি আদায় সাপেক্ষে অনিয়মের কারণে বিচ্ছিন্নকৃত সকল শ্রেণির ৩৪ জন গ্রাহক-কে পুনঃসংযোগ প্রদান করা হয়। উক্ত অর্থ বছরে অনিয়মের কারণে বিচ্ছিন্নকৃত ৬৬ জন গ্রাহকের বিপরীতে মোট পাওনার পরিমান ৬৫.৯৪ লক্ষ টাকা এবং সংযোগ প্রদানকৃত উল্লিখিত ৩৪ জন গ্রাহকের বিপরীতে মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমান ৪২.৩৫ লক্ষ টাকা।

এছাড়াও কোম্পানি কর্তৃক গঠিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মাধ্যমে গত সেপ্টেম্বর ২০২০ হতে এ পর্যন্ত সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইনের উপর নির্মিত ৪৪৭টি অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত ও নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। টাস্কফোর্স কমিটি এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে উচ্চচাপ পাইপলাইনের উপর নির্মিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের লক্ষ্যে জুন ২০২৪ মাসে একটি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ৩৫টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। উল্লেখ্য, মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ০৭টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ৩২৩টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ/উচ্ছেদ করা হয়েছে, অবশিষ্ট ৪৪৭-৩২৩ = ১২৪টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের প্রক্রিয়া চলমান আছে।

(গ) নিরীক্ষা আপত্তিঃ

(কোটি টাকায়)

ক্রমপুঞ্জিত নিরীক্ষা আপত্তি জুন ২০২৪ পর্যন্ত		জুন ২০২৪ পর্যন্ত নিষ্পত্তি		আপত্তি নিষ্পত্তি (%)	চলতি বছরে (২০২৩-২০২৪) আপত্তি নিষ্পত্তি	জুন ২০২৪ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি	
সংখ্যা	জড়িত টাকা	সংখ্যা	জড়িত টাকা			সংখ্যা	জড়িত টাকা
৯৮৭	৩,৮৯৯.২৬	৮৫৬	১,১৭৮.৭৩	৮৬.৭৩%	৩১	১৩১	২,৭২০.৫৩

(১০) ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও কর্ম-পরিকল্পনাঃ

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

কোম্পানির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্ম-পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছেঃ

(ক) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন প্রকল্প ঃ

গৃহস্থালী পর্যায়ে ব্যবহৃত গ্যাসের অপচয় রোধের মাধ্যমে সিস্টেম লস হ্রাসকরণ এবং গ্যাসের কার্যকর সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করা, গৃহস্থালী গ্রাহকদের মধ্যে গ্যাস ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, কোম্পানির ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, মনিটরিং ব্যয় ও গ্যাস লিকেজ জনিত দুর্ঘটনা হ্রাস করার নিমিত্ত ভবিষ্যত পরিকল্পনায় ১,৫০,০০০ প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন-এর লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে PDPP টি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩১ জানুয়ারী ২০২৩ তারিখে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। উক্ত প্রকল্পের Feasibility Study এর কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। Feasibility Study অনুযায়ী প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫,০৮৯.৪৭ লক্ষ টাকা। ইকনোমিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট (ইআরডি) হতে উক্ত প্রকল্পের অর্থায়নের বিষয়ে এখন পর্যন্ত নিশ্চিয়তা পাওয়া যায়নি। অর্থায়নের বিষয়ে নিশ্চিয়তা পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

(খ) "শাহজীবাজার টু শ্রীমঙ্গল গ্যাস নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট"ঃ

বিদ্যমান ৬ ইঞ্চি ব্যাসের সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ সংকুলান না হওয়ায় হবিগঞ্জ, শায়েস্তাগঞ্জ, বাহুবল ও শ্রীমঙ্গল নেটওয়ার্কে গ্রাহকদের চাপজনিত সমস্যা হ্রাসকরণসহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চাহিদামত গ্যাস সরবরাহ করার নিমিত্ত ২টি ডিআরএস মডিফিকেশনসহ ১২" Ø × ৫৭ কিলোমিটার × ৫০০ পিএসআইজি গ্যাস পাইপলাইন স্থাপন-এর নিমিত্ত New Development Bank/ বিশ্ব ব্যাংক আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৭২৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প এলাকায় ডিজিটাল জরিপের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্দ্ধে হওয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষীয় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা যাচাই এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(গ) সিলেট শহরস্থ গ্যাস বিতরণ ব্যালেন্সিং এবং পূনর্বাসন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পঃ

সিলেট বিভাগীয় শহরের বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদেরকে ৪টি আঞ্চলিক বিতরণ কার্যালয়ের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা হয়ে থাকে। সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সড়ক ও ড্রেইনেজ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কার্যক্রম গ্রহণ করার কারণে জেজিটিডিএসএল-এর বিদ্যমান বিতরণ লাইন অনেকাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে, তাৎক্ষণিক লাইন মেরামতসহ স্থাপিত রাইজার স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। উদ্ভূত প্রেক্ষাপটে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ সচল রাখার স্বার্থে নেটওয়ার্ক সুষমিকরণ-এর জন্য ১২" Ø × ৩৫ কিলোমিটার × ৬০ পিএসআইজি বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ, ৮ ইঞ্চি ব্যাসের ৪টি অফটেক ভাল্ব স্টেশন স্থাপন, ডিআরএস/সিএমএস/টিবিএস-এর আপগ্রেডেশন/মডিফিকেশন কাজ, ২টি নদী ক্রসিং-এর কাজ এবং ৩টি সিপি স্টেশন নির্মাণ-এর নিমিত্ত New Development Bank/বিশ্ব ব্যাংক-এর আর্থিক সহায়তায় আলোচ্য প্রকল্পের প্রস্তাবনা পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮,৬৫২.৭৩ লক্ষ টাকা।

(১১) কোম্পানির ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

ক) জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (JGTDSL) ও লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ (LHBL)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত UNCITRAL Arbitration (PCA Case No. 2021-21) মামলাঃ

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (JGTDSL) ও লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ (LHBL) এর মধ্যে গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ সালে ২০ বছর মেয়াদী গ্যাস বিক্রয় চুক্তি (GSA) স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত GSA'র Ceiling Price ও মূল্য পর্যালোচনা সংশ্লিষ্ট একটি ধারা রয়েছে। Bangladesh Energy Regulatory Commission (BERC) প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাথে সাথে BERC কর্তৃক গ্যাস ট্যারিফ নির্ধারিত হয়। তবে, BERC কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্য Ceiling Price অতি ক্রম করলে প্রযোজ্য Gas Price কি হবে সে বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয়। ফলে, BERC কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ Ceiling Price এর অধিক হওয়ায় LHBL, BERC কর্তৃক নির্ধারিত ট্যারিফ-এ গ্যাস বিল পরিশোধ না করে Ceiling মূল্যে গ্যাস বিল পরিশোধ করতে থাকায় গত ৩ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে জেজিটিডিএসএল কর্তৃক LHBL বরাবর Termination Notice ইস্যু করা হয়।

JGTDSL কর্তৃক Termination Notice প্রদান করায় LHBL নোটিশের কার্যকারিতার উপর স্থাগিতাদেশ চেয়ে মহামান্য হাইকোর্টে Arbitration Application 5 of 2021 দায়ের করে এবং ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে LHBL কর্তৃক JGTDSL বরাবর Arbitration Notice প্রদান করা হয়। Arbitration Application 5 of 2021 মামলায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও GSA বাতিলের বিষয়ে ৩(তিন) মাসের স্থগিতাদেশ (Status quo) জারি করা হয় এবং জেজিটিডিএসএল কর্তৃক LHBL বরাবর দাখিলকৃত গ্যাস বিল ও LHBL কর্তৃক পরিশোধিত বিলের Differential amount of money বাবদ ৮৬,০৩,৩৪,০৯২.০০ (ছিয়াশি কোটি তিন লক্ষ চৌত্রিশ হাজার বিরানব্বই) টাকা ব্যাংক গ্যারান্টি আকারে মহামান্য হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার বরাবর জমা প্রদানের জন্য LHBL কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে JGTDSL মহামান্য Appellate Division-এ CPLA NO. 694/2021 দায়ের করলে গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে মহামান্য অ্যাপিলেট ডিভিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন। রায়ে BERC কর্তৃক নির্ধারিত হারে JGTDSL-এর গ্যাস বিল পরিশোধ এবং JGTDSL-এর বকেয়া গ্যাস বিল বাবদ ৯০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকার মধ্যে ৩(তিন) মাস অন্তর অন্তর ১০.০০ কোটি টাকা করে JGTDSL বরাবর পরিশোধের জন্য LHBL-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে মহামান্য আপিল বিভাগের রায়ের আলোকে LHBL ১০ কিস্তিতে JGTDSL বরাবর সমুদয় বকেয়া অর্থ (৯০,২৫,০৭,৪২৩/- টাকা) যথারীতি পরিশোধ করেছে। এছাড়া, BERC নির্ধারিত মূল্যে আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত গ্যাস বিল পরিশোধ করেছে।

অপরদিকে, LHBL কর্তৃক গত ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে JGTDSL বরাবর Arbitration নোটিশ প্রদান করায় ফেব্রুয়ারি,২০২১ হতে UNCITRAL Arbitration মামলা শুরু হয়ে আলোচ্য মামলার চূড়ান্ত শুনানী গত ১২-১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে শুনানী শেষে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে Arbitral Tribunal কর্তৃক আলোচ্য মামলার Final Award ঘোষিত হয়। Award টি লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিঃ (LHBL)-এর পক্ষে ঘোষিত হয়। ঘোষিত Final Award এর উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনাসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হলোঃ

i) GSA'র ৩.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী Ceiling Price'র চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে গ্যাস বিল পরিশোধে LHBL এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। উক্ত Ceiling Price যথাযথ (valid) এবং GSA'র শর্তানুযায়ী এটি প্রয়োগযোগ্য (Enforceable);

ii) বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের Appellate Division কর্তৃক CPLA NO. 694/2021 মামলায় গত ১৮ মার্চ ২০২১ তারিখে ঘোষিত রায় অনুযায়ী LHBL কর্তৃক JGTDSL-এর অনুকূলে BERC নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী পরিশোধিত বিল ও Ceiling Price-এর মধ্যকার পার্থক্যের অতিরিক্ত অর্থ JGTDSL কর্তৃক LHBL বরাবর পরিশোধ এবং উক্ত রায়ের আলোকে LHBL কর্তৃক JGTDSL এর পাওনা বকেয়া হিসেবে পরিশোধিত ৯০,২৫,০৭,৪২৩/- (নব্বই কোটি পঁচিশ লক্ষ সাত হাজার চারশত তেইশ) টাকা সরল সুদে বিদ্যমান ব্যাংক রেইটের ১% অধিক হারে JGTDSL কর্তৃক LHBL বরাবর পরিশোধ করতে হবে। উক্ত অর্থ Award ঘোষণার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে; এবং

iii) Arbitration মামলায় LHBL-এর Legal Cost বাবদ খরচকৃত মোট ১,৩১৮,৮৫৪.৭৭ মার্কিন ডলার এবং Arbitration Cost বাবদ প্রদেয় অর্থের অর্ধেক অর্থাৎ GBP ২৩৬,৭৫৮ পরিমাণ অর্থ জেজিটিডিএসএল কর্তৃক LHBL বরাবর Award ঘোষণার ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, দেশে বিদ্যমান তীব্র গ্যাস সংকটের কারণে সরকার উচ্চমূল্যে বিদেশ হতে LNG (Liquefied Natural Gas) আমদানি করে বিদ্যুৎ, সার, সিমেন্ট ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু JGTDSL ও LHBL এর মধ্যকার UNCITRAL Arbitration-এ Arbitral Tribunal কর্তৃক ঘোষিত রায়ের আলোকে LHBL-কে BERC প্রবর্তিত Tariff (প্রতি ঘনমিটার ৩০.০০ টাকা) এর পরিবর্তে GSA-তে উল্লিখিত Ceiling Price-এ (প্রতি ঘনমিটার ১০.৬৭ টাকা) গ্যাস সরবরাহ করা হলে এ কোম্পানির বিপুল আর্থিক ক্ষতি হবে। এছাড়া, দীর্ঘদিন যাবত অর্থাৎ আলোচ্য চুক্তির মেয়াদ ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত LHBL-কে Ceiling Price-এ গ্যাস সরাবরাহ করা হলে JGTDSL একটি রুগ্ন ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং সরকার বিপুল পরিমান রাজস্ব হারাবে।

JGTDSL ও LHBL এর মধ্যে গত ১৯ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে স্বাক্ষরিত ২০ বছর ময়োদী গ্যাস বিক্রয় চুক্তির মেয়াদ ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে উত্তীর্ণ হবে। আলোচ্য GSA-তে উল্লেখ রয়েছে যে, চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ১৮ মাস পূর্বে যে কোন পক্ষ কর্তৃক চুক্তি নবায়ন/বর্ধিত করা হবে না মর্মে Termination Notice প্রদান না করলে চুক্তির মেয়াদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫(পাঁচ) বছর বৃদ্ধি পাবে। বর্ণিতাবস্থায়, গত ৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ৫০৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আলোচ্য গ্যাস বিক্রয় চুক্তির (GSA) মেয়াদ আর বর্ধিত করা হবে না মর্মে JGTDSL কর্তৃক LHBL বরাবর গত ২৫-০১-২০২৪ তারিখে Termination Notice ইস্যু করা হয়েছে।

বর্তমান অবস্থায় জালালাবাদ গ্যাসের পক্ষে মহামান্য হাইকোর্টে মামলা পরিচালনাকারী আইনজীবী ব্যারিষ্টার আশরাফুল হাদীর পরামর্শ মোতাবেক জালালাবাদ গ্যাসের পক্ষে সিনিয়র এডভোকেট হিসেবে বর্তমান এটর্ণী জেনারেল জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান-কে নিয়োজিত করা হয়েছে। তাছাড়া, মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত Arbitration Application No. 05/2021 মামলাটি মহামান্য আদালত কার্যতালিকার বাহিরে না রেখে আগামি ২৭-১০-২০২৪ তারিখের কার্যতালিকায় অন্তর্ভূক্ত রাখার আদেশ প্রদান করেছেন মর্মে নিয়োজিত আইনজীবী জানান।

খ) জেজিটিডিএসএল-এর বিতরণ মার্জিন হ্রাস ঃ

সাম্প্রতিক সময়ে সরকার কর্তৃক জেজিটিডিএসএল-এর সকল শ্রেণীর গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিতরণ মার্জিন ১৮.০০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে, গ্যাস বিক্রির উপর আরোপিত উৎসে কর কর্তনের পর বিতরণ মার্জিন খাতে রাজস্ব আয়ের বদলে এ খাতে কোম্পানিকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে বিধায় ভবিষ্যতে কোম্পানি পরিচালনার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে।

গ) জেজিটিডিএসএল-এর গ্যাস বরাদ্দ হ্রাস ঃ

বর্তমানে দেশে বিদ্যমান গ্যাস সংকটের কারণে পেট্রোবাংলা কর্তৃক জেজিটিডিএসএল-এর দৈনন্দিন গ্যাস বরাদ্দ হ্রাস করার ফলে গ্রাহকদের চাহিদা মোতাবেক গ্যাস সরবরাহ করতে না পারায় কোম্পানির রাজস্ব আয়ও সে অনুপাতে হ্রাস পাচ্ছে বিধায় এ বিষয়টি কোম্পানির জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(১২) কোম্পানির ভবিষ্যত সম্ভাবনাসমূহ ঃ ------- ------- -------

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

কোম্পানির সার্বিক কর্মকান্ড সুচারুরূপে সম্পাদনে সহায়তার পাশাপাশি আমাদের প্রতি আপনাদের অব্যাহত সমর্থন ও অবিচল আস্থা রাখার জন্য পরিচালকমন্ডলীর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আলোচ্য বছরে কোম্পানির অর্জিত সফলতা কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোর পরিশ্রম, কোম্পানি কর্তৃপক্ষে দক্ষতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা এবং মন্ত্রণালয় ও পেট্রোবাংলার সার্বিক সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হয়েছে। কোম্পানির অগ্রযাত্রায় সক্রিয় সাহায্য-সহযোগিতা, পরামর্শ এবং দিক্-নির্দেশনা প্রদানের জন্য পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিলেট বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ অন্যান্য সরকারী দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ,

বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও সংশ্লিষ্ট সকলের নিরলস প্রচেষ্টায় জালালাবাদ গ্যাস তার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের সুপরামর্শ, কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর বিজ্ঞচিত দিক্-নির্দেশনা এবং কোম্পানির সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ কোম্পানি উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে।

পরিশেষে, কষ্ট স্বীকার করে আজকের এ বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য এবং মূল্যবান সময় দিয়ে জালালাবাদ গ্যাস টি এ্যান্ড ডি সিস্টেম লিমিটেড-এর প্রতি আপনারা যে গভীর সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

এখন আমি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কোম্পানির সামগ্রিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং নিরীক্ষিত হিসাব ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারগণের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করছি।

পরম করুণাময় আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

(জনেন্দ্র নাথ সরকার)
চেয়ারম্যান
জালালাবাদ গ্যাস পরিচাল

(১২) কোম্পানির ভবিষ্যত সম্ভাবনাসমূহ ঃ

ক) বিদ্যুৎ, শিল্পসহ বৃহৎ শ্রেণীর গ্রাহককে নতুন গ্যাস সংযোগ প্রদান ও সংযোগকৃত বৃহৎ শ্রেণীর গ্রাহকের লোড বৃদ্ধি করাঃ

পেট্রোবাংলা কর্তৃক জেজিটিডিএসএল-এর দৈনন্দিন গ্যাস বরাদ্দ বৃদ্ধি করে শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, শেরপুর এবং বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক, কোম্পানীগঞ্জ-এ ভবিষ্যতে গড়ে উঠা শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগ প্রদান এবং সংযোগকৃত বৃহৎ শ্রেণীর গ্রাহককে তাদের চাহিদা অনুযায়ী লোড বৃদ্ধি করা হলে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

খ) জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকার সকল গৃহস্থলী গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনাঃ

জেজিটিডিএসএল অধিভুক্ত এলাকার ২,১৯,৪৮৫ গৃহস্থালি সংযোগের মধ্যে ৫০,০০০টি সংযোগ প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনা হয়েছে। অবশিষ্ট ১,৬৯,৪৮৫ টি সংযোগকে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনা হলে কোম্পানির সিস্টেম লস হ্রাস পাবে এতে কোম্পানির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

গ) কোম্পানির পাওনা বকেয়া আদায় সাপেক্ষে ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

কোম্পানি সকল শ্রেণীর গ্রাহকের নিকট জুন, ২০২৪ পর্যন্ত গ্যাস বিল বাবদ পাওনা অর্থের পরিমাণ ৫,৬৪৬.০৪ কোটি টাকা। তন্মধ্যে বিদ্যুৎ ও সার কারখানার বকেয়া ৫,১৪৫ কোটি টাকা। উক্ত বকেয়া আদায় সাপেক্ষে কোম্পানির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে কোম্পানির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

ঘ) লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড (LHBL)-এর বকেয়া আদায় সাপেক্ষে চুক্তি নবায়নঃ

জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত লাফার্জ হোলসিম বাংলাদেশ লিমিটেড (LHBL)-এর নিকট কোম্পানির বকেয়ার পরিমাণ ৩০৯.৯৯ কোটি টাকা। উক্ত বকেয়া আদায় সাপেক্ষে বিইআরসি-এর নির্ধারিত ট্যারিফ অনুযায়ী গ্যাস বিল পরিশোধের শর্তে জেজিটিডিএসএল ও LHBL এর সাথে চুক্তি নবায়ন করা হলে কোম্পানির রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

না পর্ষদ